বিনয় মজুমদার : তাঁর কবিতা

উৎপল কুমার বসু

বিনয় মজুমদার প্রসঙ্গে আমার পক্ষে কিছু লেখা দুরূহ। আমরা সমবয়েসী এবং প্রায় একই পরিমণ্ডলে আমাদের যৌবন কেটেছে। বহুলাংশে তা আজ গল্প কাহিনী, মীথ ও নিন্দা-প্রশংসায় পর্যবসিত। সে সব নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। টেবল-টক হয়েছে তারও বেশি। এবং বিস্ময়ের কথা এই যে খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয় আমাদের যৌবনকাল। আমরা পঞ্চাশ পেরিয়েছি। সুতরাং পঁচিশ বা ত্রিশ বছর কাটল মাত্র। মনে হয় কত হিমযুগ, কত পর্বতনিক্ষেপ, কত জীবাশ্মের স্তরীভবন দেখলুম যেন। মানচিত্র পাল্টাচ্ছে এবং মহাদেশগুলি নতুনভাবে, নব সমুদ্রচিহ্নে, অপরিণত ভূগোলে এবং সদ্য আবিষ্কৃত মরু-মেরু-অরণ্যে চিহ্নিত হচ্ছে। বিনয় মজুমদার বাংলা কবিতায় তেমনই এক অস্থির ভূপ্রকৃতির অংশ।

□ □ □

আমার এই রচনার সঙ্গে বিনয় মজুমদারের বেশ কিছু কবিতা—ইদানীং কালের লেখা—সংযুক্ত আছে। এই সংগ্রহটিকে আমি দুটি ভাগে ভাগ করেছি। আমার বর্তমান পাঠ ও মন্তব্য প্রথমাংশের কবিতাগুলি (ক) নিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধের লেখাগুলি (খ) অতিরিক্ত।* সেগুলি নিয়ে পাঠক স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে দেখবেন। অন্যভাবে ভাবিত হবেন।

□ □ □

কবিতা, আমরা জানি, কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়। কবিতা পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টিকারী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকেন্দ্রিক চরিত্রের জন্য কবিতায় ব্যাকরণ, শৈলী এবং নশ্বরতা তৈরী হয়েছে। অপরদিকে প্রতিক্রিয়ার জন্মদাত্রী বলে কবিতায় প্রাণ আরোপিত হয়। কবিতায় আমরা প্রায়শ শ্বসিত বস্তু বা "অরগানিক" অস্তিত্বের চিহ্ন দেখে থাকি। এই দুই কেন্দ্র—অর্থাৎ বস্তু ও প্রাণ, ব্যাকরণ ও বিদ্রোহ, শৈলী ও প্রথামুক্তিকে জুড়ে রয়েছে এক সেতু যার নাম নশ্বরতা। কবিতার মৃত্যু হয়। লুপ্ত হয় তার ভাষা, সংকেত, উপদেশ ও কলাকৈবল্য।

*'আঠাশটি কবিতা' অংশে (ক) ও (খ) অংশের কবিতাগুলি যথাক্রমে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয়ভাগে মুদ্রিত হয়েছে।

বিনয়ের অনেক কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আমরা বুঝি কবিতার তেমন এক অন্তিম অবস্থায় পেঁাছে গেছি। যেন এরপর আর কোনও কবিতা হয় না। অর্থাৎ এই কবিতাগুলির মধ্যে "ফাইনালিটির" উপাদান আছে। রবীন্দ্রনাথেও এমন উদাহরণ পাই : "রূপ-নারানের কূলে/জেগে উঠিলাম/জানিলাম এ-জগত স্বপ্ন নয়…।" জীবনানন্দেও এমন অনেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর বিনয় মজুমদার-য়ে। এটি কবিতা রচনার কোনও কৌশল নয়। এটি নির্ণয় বাক্য বা প্রপোজিশনের উপস্থাপন।

যেমন : …"সন্তরণ-অধ্যাপক আরো
আছে কেউ কেউ এই বজ্রপাতময় পৃথিবীতে।
যেন বা অবিবাহিত শিশু দেখে অচিরেই নিশ্চিত মরণ।"

এবং

"কল্পনা করার চেষ্টা করি আমি—একটা গরুর ছটা শিঙ ;
এ-দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব হলো না ;…বোঝা যায়
যা নেই তা কখনো কল্পনা করা সম্ভব নয় হে
শুধুমাত্র যা আছে তা কল্পনায় দেখাই সম্ভব।
এর বিপরীতভাবে যা সব কল্পনা করি তাই সব আছে।"

এবং

"…চীৎকার করে ওঠে নাপিতের দোকানসমূহ
বলে, শোনো, মুকুরে তো ডান হাত হয় বাম হাত।
তবু বুকে ঠাঁই দেয়, মুকুরের যেটুকু ক্ষমতা।
শোনো মদ, শোনো ফুল, ঘুমের ভিতরে কাউকেই
খোঁজা তো সম্ভব নয়, অতএব কাউকে খুঁজি না।"

[এই পংক্তিগুলি (ক) কবিতা অংশ থেকে নেওয়া]

*

আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের একটি প্রধান বিচার হল নির্ণয় বাক্যের ন্যায়সম্মত বিশ্লেষণ। যদি বিশ্লেষণ ন্যায়সম্মত না হয় তবে সঠিক অর্থ সৃষ্টি হয় না অথবা বলা যায় বক্তা বা লেখক একটি নির্দিষ্ট অর্থ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও—পাঠকারী তার অন্য পাঠ সৃষ্টি করে। যৌগিক নির্ণয় বাক্য, যা বিনয় মজুমদার তাঁর কবিতায় প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন, সমস্যাটিকে আরও জটিল পর্যায়ে উন্নীত করে। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি আলোচ্য কবি অবলীলায় একজাতীয় নির্ণয়বাক্য থেকে আরেক প্রকারে চলে যান। কখনও ফিরে আসেন মূল সূত্রে। কখনও স্থির হন এক মাঝামাঝি অবস্থায়। আমি সেদিন বসে বসে একটা তালিকা তৈরী করছিলুম কী-জাতীয় নির্ণয়বাক্য বিনয় মজুমদারের প্রিয় প্রকরণ। এই তালিকাটি দিচ্ছি :

স্বয়ংনির্ভর (Categorical)
যদি-তাহলে (Hypothetical)
বিকল্পাত্মক (Disjunctive)
অস্তিত্ববাচক (Affirmative)
নিষেধাত্মক (Negative)
সাকুল্যব্যাপক (Universal)
পূর্ণনিশ্চয় (Necessary)
সম্ভাবনাবাচক (Problematic)
এবং
বস্তুবিষয়ক (Real)

এগুলির উদাহরণ এই লেখার সঙ্গে যুক্ত কবিতাবলীতে আপনারা খুঁজে বের করুন। আমি শুধু প্রস্তাবাকারে এর হদিশ দিলুম। তালিকাটিও হয়ত সম্পূর্ণ নয়।

*

অত্যন্ত প্রভাবশালী এই বৈশিষ্ট্যের জন্য বিনয় মজুমদারের কবিতা তার অনেক অলঙ্কার বর্জন করেছে। ছন্দোগুণ, উপমা, ধ্বনিসৌকর্য, অন্তমিল এবং আরও বহুবিধ চরিত্র লক্ষণ অর্থাৎ শাঁখা-সিঁদুর থেকে পান-আলতা—যা দিয়ে আমরা কবিতাকে চিনে থাকি—তা সবই প্রায় তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। তাঁর কবিতার এই নিরাভরণ রূপটি বড় মনোলোভা। কমলকুমার মজুমদারের প্রভাবে বলা যায় এই "রূপের কখনো রূপান্তর হয় না"।

*

কিন্তু কবির উক্তি বা নির্ণয়বাক্যকে কি আমরা সত্য বলে মেনে নেব? আমরা কি নিম্নলিখিত পংক্তিকে স্বীকার করব :—

"দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় এই তিন এককের কথা
প্রায়শই উচ্চারিত হয় পৃথিবীতে,
যেন আর কিছু নেই এই তিন একক ব্যতীত...
আলোকের পরিমাণ মাপার একক আছে, আরো
শব্দ কত জোরে হল, তা মাপার একক রয়েছে
এবং মানুষ-দিন নামেও একক আছে এই পৃথিবীতে"

('ক' ভাগের কবিতা দ্রষ্টব্য)

আমরা যদি এই প্রসঙ্গে "ইউজ থিয়োরী" বা ব্যবহারতত্ত্ব প্রয়োগ করি তবে দেখব উক্ত থিয়োরী যে-তিনটি পদ্ধতি অবলম্বনে বিশ্লেষণ করে থাকে তার তৃতীয়টি এই কাব্যাংশের প্রতি প্রযোজ্য।

প্রথমটি :
সূত্র (Premise) → সিদ্ধান্ত (Conclusion)
দ্বিতীয়টি :

সঙ্গত কারণ (Ground) → পরিণতি (Consequence)
তৃতীয়টি :
অনুশাসনিক (Cannonical)

অর্থাৎ প্রথম দুটি প্রয়োগ করলে আমরা উক্ত কাব্যাংশের তল পাবো না। এই পয়ারকে অর্থহীন, অবাস্তব এবং অযৌক্তিক বলে মনে হবে। কিন্তু আমরা যদি জানি যে এটি অনুশাসনিক অর্থাৎ এটি কবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের সমন্বয় এবং এই জ্ঞান আসলে ব্যাপ্তিজ্ঞান—তবে হয়ত আমরা এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবো। তখন আমরা ভাবতে বসবো তবে মানুষ কি এতই যান্ত্রিক নাকি? সে কি দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের সমতুল্য আরেকটি মাপক। নিশ্চয় নয়। বিনয় মজুমদার কি আমাদের শেষপর্যন্ত নীতিশিক্ষা দিচ্ছেন?

এই রচনাটি আমি এই ধাঁধায় শেষ করতে চাই। বিনয় মজুমদার তার কবিতায় বারবার ব্যাপ্তি জ্ঞানাত্মক অনুমান (induction) এবং স্বজ্ঞামূলক ন্যায় (intuitive logic) ব্যবহার করে আমাদের একটি বিশেষ পথে চালিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই পথ কি শেষ হবে নীতিবিচারে? ভালো-মন্দর মায়াবী আলোয় কি আমরা প্রকৃতি ও পথচারীদের দেখার জন্য তৈরী হব? □